রূপগঞ্জে মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ তিনজন গ্রেপ্তার

ছবি: লেন্স এশিয়া

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ৪০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার (৯ আগস্ট) রাতে উপজেলার মুড়াপাড়া ইউনিয়নের মঙ্গলখালী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মঙ্গলখালী এলাকার সাইদুর রহমান (৪৫), ইব্রাহিম কসাই (৪০) এবং ব্রাহ্মণগাঁও এলাকার রাজন মিয়া (২৪)।

রূপগঞ্জ থানায় দায়ের করা এজাহার সূত্রে জানা যায়, (৯ আগস্ট) রাতে ওয়ারেন্ট তামিল, মাদক ও অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ অভিযান চালাচ্ছিল পুলিশের একটি দল। রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে গাজী ব্রিজ এলাকায় অবস্থানকালে গোপন সংবাদের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পারে, মুড়াপাড়া ইউনিয়নের মঙ্গলখালী এলাকায় একটি টিনশেড ভবনে মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে।

পরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে রাত আনুমানিক ১১টার দিকে ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। মঙ্গলখালীতে সাইদুর রহমানের বাড়ির উত্তর পাশের টিনশেড ভবনের পশ্চিম পাশের একটি কক্ষে পুলিশ পৌঁছালে সেখানে থাকা ব্যক্তিরা পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশ তিনজনকে আটক করে।

পুলিশের এজাহারে বলা হয়েছে, পরে সাইদুর রহমানের দেহ তল্লাশি করে তাঁর পরনের লুঙ্গির কোচর থেকে একটি কালো রঙের জিপারযুক্ত পলিথিনে রাখা ৩০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। ডিজিটাল পাল্লায় মেপে এসব ইয়াবার ওজন পাওয়া যায় ৩০ গ্রাম। প্রতিটি ইয়াবার আনুমানিক মূল্য ৩০০ টাকা হিসাবে এর মূল্য ৯০ হাজার টাকা।

অন্যদিকে ইব্রাহিম কসাইয়ের পরনের প্যান্টের ডান পকেট থেকে আরও ১০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এসব ইয়াবার ওজন ১০ গ্রাম এবং আনুমানিক মূল্য ৩০ হাজার টাকা বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই আসামির কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মোট ৪০০ পিস ইয়াবার ওজন ৪০ গ্রাম। পুলিশের হিসাবে এর আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।

পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সাইদুর রহমান ও ইব্রাহিম কসাই দীর্ঘদিন ধরে রাজন মিয়ার সহযোগিতায় মাদক ব্যবসা করে আসার কথা জানিয়েছেন। বিক্রির উদ্দেশ্যে ইয়াবাগুলো নিজেদের দখলে রেখেছিলেন বলেও তারা স্বীকার করেছেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় রূপগঞ্জ থানার এসআই মো. নাজিম উদ্দিন বাদী হয়ে মামলা করেছেন। মামলায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) ধারার সারণি ১০(ক) ও ৪১ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মাদক জব্দ করা হয়েছে এবং মামলার পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম চলছে।